পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'

— হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

১৫ই ভাদ্র, ১৩৮২ বাংলা : ৩১ই আগস্ট, ১৯৭৫ ইং : ২১ই শা'বান : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ রমযানের রোযা সূরা বাকারাহ্—২৩ রুকু	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১
০ হাদিস শরীফ : রমযানের রোযার নিয়মাবলী	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ	৩
০ অমৃতবাণী : "আল্লাহ্‌র হেফাজতের গুপ্ত রহস্য"	হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	৪
০ জুমার খোৎবা : রমযান ও উহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫ ১০
০ জুমার খোৎবা : (পূর্ব প্রকাশিতের পর)		
০ পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যু একটি জ্বলন্ত ঐশী নিদর্শন	মূল : হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন খন্দকার	১৩
০ দেশ-দেশান্তরে অভিজ্ঞতার আলোকে	মোঃ খলিলুর রহমান	১৬
০ সংবাদ :	সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৮
০ হুজুরের লণ্ডন সফর		
০ গ্রেটব্রিটেনে সালানা জলসা		
০ তিনটি বিষয়ে দোয়া		
০ হুজুরের দোয়া ও সন্তোষ প্রকাশ		

শুভ বিবাহ

১লা জুন রোজ রবিবার ভাতগাঁও আঃ আঃ এর সেক্রেটারী মাল মৌঃ গাজিউর রহমান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ মোস্তফা নুরন্নবী বি, এস, সি এর সহিত দিনাজপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌঃ ছানাউল্লা সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোছাঃ মাকসুদা খাতুন বি, এ-এর পাঁচ হাজার টাকা দেন মোহর ধার্যে বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বন্ধুগণের কাছে তাহাদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয়, তজ্জন্য বিশেষ দোয়ার আবেদন রহিল।—মোঃ মাহবুবুর রহমান, মুয়াল্লেম

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা :

১৫ই ভাদ্র, ১৩৮২ বাং : ৩১ই আগস্ট, ১৯৭৫ ইং : ৩১শে ওফা, ১৩৫৪ হিজরী শামসী

রমযানের রোযা

।। সুরা বাকারাহ, ২৩ রুকু ।।

১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমাদের জন্য রোযা রাখা ফরয করা হইয়াছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্ত্তীগণের জন্যও ফরয করা হইয়াছিল, যেন তোমরা (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা সমূহ হইতে রক্ষা পাইয়া) তকওয়া হাসিল করিতে পার।

২। নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেহ অসুস্থ থাকে, কিংবা-সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য দিনে সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে। যে রোযা রাখার শক্তি রাখেনা, তাহার জন্য (সংগতি সাপেক্ষে) ফিদ্‌য়া হইতেছে একজন গরীবের খোরাকী। যদি কেহ স্বেচ্ছায় পূর্ণ ফর্মাবর্দারীর সাহিত নেক কাজ করে, তবে উহা তাহার জন্যই ভাল। যদি তোমাদের জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে (তোমরা বুঝিতে পারযে,) রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম।

৩। রমযান সেই মহিমান্বিত মাস, যাহার মধ্যে বা সম্পর্কে কুরআন নাজেল করা হইয়াছে, যাহা মানব জাতির জন্য পথের নির্দেশ, এবং সঠিক পথের সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ, যাহা হেদায়ত সৃষ্টি করে, তেমনি ভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী ঐশী-নিদর্শনাবলি ও (কুরআনে বিদ্যমান। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসটিকে (এমতাবস্থায়) পায় (যে, সে অসুস্থ কিংবা মুসাফির নহে,) তাহার উচিত এই মাসের রোযা রাখা। যদি কেহ অসুস্থ হয়, কিংবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পরে সংখ্যা পূরা করিতে হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের সুবিধাই চাহেন, তোমাদের কষ্ট হউক, তাহা তিনি মোটেই চাহেন না। তোমরা যেন সংখ্যা পূর্ণ কর। তিনি যে তোমাদের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে জন্য তোমরা যেন তাঁহার মহিমা ঘোষনা কর এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞ হও।

৪। (হে রসুল।) আমার বান্দাগণ যখন তোমার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন (তাহাদিগকে বল যে,) আমি তাহাদের নিকটেই আছি। আমি সত্যকার প্রার্থনা কারীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়া থাকি, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তাহাদেরও আমার আদেশ পালনে তৎপর হওয়া উচিত এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখা উচিত, যাহাতে তাহারা সুপথের সন্ধান পায়।

৫। রোযা রাখার রাতগুলিতে স্ত্রীগমন তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য ভূষণ স্বরূপ এবং তোমরা তাহাদের জন্য ভূষণ স্বরূপ (একে অন্যের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্মানের কারণ)। তোমরা যে (রোযার রাত্রে স্ত্রীগমন অবৈধ মনে করিয়া) তোমাদের জানের উপরে অত্যাচার করিতেছিলে, আল্লাহ তাহা জানিয়াছেন; সেজন্য তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং তোমাদের সেই অবস্থার সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন তোমরা (বিনা সংকোচে রোযার রাত্রিতে) স্ত্রীগমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন, উহা লাভ করার চেষ্টা কর। তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্ধকারের কাল রেখার পর উষার সাদা রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর তোমরা (উষা হইতে) রাত্র পর্যন্ত রোযা পূরা কর। আর তোমরা (কোন সময়ই) স্ত্রীগমন করিও না, যখন তোমরা মসজিদে 'এতেকাফ' বস। এই হইতেছে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা সমূহ। ইহাদের কাছেও যাইওনা। আল্লাহ্ এমনিভাবে মানুষের কল্যাণার্থে তাঁহার আদেশাবলি বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তাহারা সর্ব প্রকার ক্ষতি ও ধ্বংস হইতে রক্ষা পায়।

৬। এবং তোমরা নিজেদের (ভাইয়ের) মাল পরস্পর (মিলিয়া) অন্যায় ভাবে খাইও না এবং সেই মাল তোমরা এ উদ্দেশ্যে শাসনকর্তাদের দিকে টানিয়া লইয়া যাইও না, যাহাতে তোমরা মানুষের ধন-সম্পদের একাংশ জানিয়া শুনিয়া অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

(তফসীরে সগীরের আলোকে অনুদিত)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

ভক্সওয়াগন গাড়ীর যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪, শেখ মুজিব সড়ক

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৩৯৩২ কেবল—"অটোস"

হাদিস শরীফ

রমযানের রোযার নিয়মাবলী

(১) তোমাদের নিকট রমযান আসিয়াছে—মোবারক মাস। ইহার রোযা আল্লাহ ফরয করিয়াছেন তোমাদের প্রতি। আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে এবং ইহার মধ্যে দোজখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হইয়াছে এবং দুস্কৃতিকারী শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রাত্র আছে, যাহা এক হাজার মাস হইতে উত্তম। যে ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত। (আহমদ, নেসায়ী)।

(২) আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন, রযমানের জন্য শা'বানের নূতন চাঁদ হইতে হিসাব রাখ। (তিরমিযি)।

(৩) আল্লাহর রসুল (সাঃ) শা'বান মাস সম্বন্ধে খেয়াল রাখিতেন, অন্য মাস সম্বন্ধে তত খেয়াল রাখিতেন না। চাঁদ দেখিলেই তিনি রমযানের রোযা রাখিতেন। মেঘ থাকিলে তিনি (শা'বানের) ত্রিশ দিন গণনা করিতেন এবং রোযা রাখিতেন। (আবু দাউদ)

(৪) নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা শেষ কর; যদি মেঘ থাকে তাহা হইলে শা'বানের সংখ্যা হিসাব কর ত্রিশ পর্যন্ত। (বোখারী, মোসলেম)

(৫) এক আরবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলিলেন, নিশ্চয় আমি নূতন চাঁদ দেখিয়াছি—রমযানের চাঁদ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। সে উত্তর করিল, হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিতেছ, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল। সে বলিল, হাঁ! তিনি বলিলেন, হে বেলাল, জনগণের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, আগামী কাল তাহাদের সকলকে রোযা রাখিতে হইবে।

(আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনেমাজা, নাসাই)

(৬) সেহরী খাও, কারণ সেহরীতে বরকত আছে। (মোসলেম, বোখারী)।

(৭) পেয়ালা হাতে থাকা অবস্থায় (পানাহারে থাকা অবস্থায়) যদি তোমাদের মধ্যে কেহ (ফজরে) আযান শোনে, তাহা হইলে সে পেয়ালা নামাইয়া রাখিবে না, যতক্ষণ না সে পরিতৃপ্ত হয়। (আবু দাউদ)।

(৮) যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি রোযা এফতার করিবে, ততদিন তাহারা উন্নতশীল থাকিবে। (বোখারী, মোসলেম)।

(৯) আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যাহারা রোযা এফতার করিতে দ্রুত, তাহারা আমার দাসগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। (তিরমিযি)

অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মাদ

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

"আল্লাহর হেফাজতের গুপ্ত রহস্য"

যাহার অন্তর এই কথায় আনন্দিত যে, রমযান আসিয়াছে এবং সে এই প্রতীক্ষায় ছিল, যে রোযা আসিলেই রাখিবে, অথচ অসুস্থতার জন্য সে রোযা রাখিতে পারে না, এইরূপ ব্যক্তি আকাশে রোজা হইতে বঞ্চিত হইবে না। দুনিয়ায় অনেক লোক ওজর খুঁজে এবং ভাবে যে, দুনিয়ার মানুসকে আমি যেরূপ ধোকা দিতেছি, সেইভাবে খোদাকেও ধোকা দিতেছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ হইতে মসলা বানাইয়া লয় এবং ওজর গুলিকে শামিল করিয়া মসলাগুলিকে সহি সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার নিকট সেগুলি সহি নহে। ওজরের দ্বার বহু বিস্তৃত। মানুষ চাহিলে এতদ্বারা সারা জীবন বসিয়া নামায পড়িতে পারে এবং রোযা একেবারেই না রাখিতে পারে। কিন্তু খোদা তাহার নিয়ত ও ভাবধারা অবগত। যাহার সততা এবং আন্তরিকতা আছে, খোদা জানেন যে, তাহার অন্তরের মধ্যে দরদ রহিয়াছে। খোদা তাহাকে আসল পুণ্য হইতে অধিক দান করেন। কারণ মর্মবেদনা মর্যাদার বস্তু। বাহানাকারী ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে কিন্তু আল্লাহতায়ালার নিকট এই ভরসার কোন মূল্য নাই। যখন আমি ছয় মাস রোযা রাখিয়া ছিলাম, তখন নবীগনের এক দলের সহিত আমি কাশফে মিলিত হই। তাঁহারা বলিলেন, তুমি নিজের আত্মাকে কেন এত কষ্টে ফেলিয়াছ। এইরূপে যখন মানুষ খোদার জন্য নিজেকে কষ্টে ফেলে তখন তিনি স্বয়ং পিতামাতার ন্যায় তাহাকে উহা হইতে বাহির করিয়া সকরুণে বলেন যে, কেন তুমি কষ্টে পড়িয়াছ। কিন্তু যে ওজর করিয়া নিজকে কষ্ট হইতে বাঁচায়, খোদা তাহাকে অন্যান্য কষ্টে ফেলেন এবং উহা হইতে তাহাকে বাহির করেন না। পক্ষান্তরে যে নিজকে কষ্টে ফেলে, তাহাকে তিনি স্বয়ং বাহির করিয়া আনেন। মানুষের কর্তব্য যেন সে নিজ আত্মার উপর স্বয়ং অনুগ্রহ না করে, বরং সে ক্ষেত্রে এইরূপ হয় যে, খোদা তাহার আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ করেন। মানুষের নিজ আত্মার উপর নিজ অনুগ্রহ, তাহার জন্য জাহান্নাম সদৃশ্য। ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার বিষয় চিন্তা কর। যে ব্যক্তি নিজে আগুনে ঝাপ দিতে চায়, তাহাকে খোদা আসিয়া আগুন হইতে বাঁচান এবং যে স্বয়ং আগুন হইতে বাঁচিতে চায়, তাহাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতেই পূর্ণ নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং ইহাই ইসলাম যে, যাহা কিছু খোদার রাস্তায় আসে, উহাকে অস্বীকার করিও না। যদি আঁ-হযরত (সাঃ) নিজ মাহাত্মের বিস্তারে নিমগ্ন হইতেন, তাহা হইলে الله يعصمك من الناس অর্থাৎ "আল্লাহতায়ালা তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন"—এই আয়াত নাজেল হইত না। আল্লাহর হেফাজতের ইহাই গুপ্ত রহস্য।

(আল হাকাম ১০ই ডিসেম্বর-১৯০২ পৃষ্ঠা ৯)।

অনুবাদঃ মোঃ মোহাম্মাদ

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(২০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, রাবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

"পরীক্ষার সময় মুমেনের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় না। সে ঈমানে আরো তরক্কী করে। যদি তোমরা সবুর, ইস্তেকামত ও ধৈর্য্য সহ তোমাদের ঈমানে কায়েম থাক, তবে তোমাদের জীবনের সব দিকেই বরকত, অশিস ও মঙ্গল সম্পর্কে খোদাতায়ালার ওয়াদা পূর্ণ হওয়া সুনিশ্চিত। খোদার সন্তুষ্টি ও প্রেমের খাতিরে বিপদ আপদ সহ্য কর এবং মুহাম্মদী আদর্শ মুতাবেক জীবন যাপন কর। বিশ্বস্ততার আঁচল ছাড়িবে না। খোদা তাঁহার মহব্বতের আঁচল সর্বদা তোমাদের উপর স্থির রাখিবেন এবং তোমাদের উপর তাঁহার বরকত সমূহ নাজিল করিবেন।"

তশাহুদ, তায়াউজ ও সুরাহ্ ফাতেহা তেলাওতের পর বলেন ঃ—

রমযান মাস উহার সব বরকত সহ উপস্থিত। এই মাসে প্রায় সব ইবাদতই একত্রিত করা হইয়াছে। সাদকা, খয়রাত কুরবাণী, রোজা রাখা, বহুলরূপে কুরআন শরীফ তেলাওত করা, যাহা হইতেছে মূল উৎস সমস্ত জ্ঞানের এবং মৌলিক ভিত্তিরূপে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও উৎস এবং রূহানী উলুমের মূল-প্রস্রবন তো আছেই। এই জন্যই মহামান্য সুফীগণ বলেন যে, এই মাসে হৃদয়ের আলোক প্রাপ্তির—তথা 'তনবীরে কলবের' অনেক সামগ্রী রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, যদি সঠিক সংকল্প (খুলুসে নিয়ৎ) সহ মানুষ আল্লাহতায়ালার হুজুরে কুরবাণী পেশ করে, তবে কাশ্‌ফের (দিব্য-স্বপ্ন দর্শনের) দরোজা খোলে। আল্লাহতায়ালা প্রতি বৎসর এক মাস এমন রাখিয়াছেন যে, ইহাতে এ প্রকারের ইবাদতগুলি একত্রীভূত হয় যে, তার ফলে আল্লাহতা'লা তাঁহার 'রিজা' (সন্তুষ্টি) লাভের পথ সমূহ প্রশস্ত করিয়া দেন। হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্-তায়ালা আকাশ হইতে নামিয়া মানুষের অধিক নিকটে হন। ইহা একটি রূপক উক্তি। কোনো কোনো মানুষ ইহা বুঝিতে পারে না। তাহাদের মস্তিষ্কে আপত্তির সৃষ্টি হয়। কারণ, আল্লাহতায়ালা তো সর্বস্থানে আছেন, কিন্তু রূপক ভাষায় আমরা বলি যে, আকাশ হইতে নীচে অবতরণ করেন। ইহার অর্থ এই যে, 'কাশ্‌ফের' দ্বারা আল্লাহতায়ালার মা'রেফাৎ (সিনাক্তরূপ বিশেষ জ্ঞান) লাভের উপায় সকল তাহার জন্য সহজ হইয়া পাড়ে।

এই প্রকারে খোদাতায়ালার এক মুসলিম ও মুমিন বান্দা আল্লাহতায়ালার রহমতের দ্বারা 'কাশ্‌ফ' (দিব্য-জ্ঞান) লাভ করে এবং অনুভব করে যে, আল্লাহতায়ালা তাহার নিকটে উপস্থিত এবং দূরত্বের আশঙ্কা ও ভ্রান্ত ধারণা হইতে সে নাজাত লাভ করে। সুতরাং, এই এক মাসে যদি আমরা বুঝিয়া শুনিয়া এবং 'ইরফান' (নিশ্চিত তত্ত্ব-জ্ঞান) সহ আমরা এ সব ইবাদত পালন করি, যাহা এই মুবারক মাসে একত্রিত করা হইয়াছে, তবে রূহানীভাবে অধিক আনন্দ ও অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ সময় ও মৌসুম ছাড়া এই সময়ে আধ্যাত্মিক রূপে ঐশী প্রেম বা মুব্বতে-ইলাহীর এক আগুণ প্রজ্বলিত হয় এবং এই আধ্যাত্মিক তাপ এবং অগ্নি এমন উপকরণ সৃষ্টি করে যে, মানুষ আল্লাহতায়ালার প্রেম অধিক উজ্জলরূপে তাহার জীবনে দেখিতে পায় এবং তাঁহার প্রেমে সে প্রফুল্ল হয় এবং তাঁহার শোক্‌র ও হাম্‌দ করিবার এবং তাঁহার পথে কুরবাণী দেওয়ার ধারাবাহিকতা আরো সতেজ হয়। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে রমযান মাসের অধিক চেয়ে অধিক বরকত লাভের তৌফিক দিন।

বিগত খুৎবায় আমি জমাতকে এই বলিয়াছিলাম যে, নবীয়ে-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কল্যাণে প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর, (যিনি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা প্রিয় এক রূহানী পুত্র, তাঁহার) মধ্যবর্তিতায় নতুন ভাবে আমরা সেই মা'রেফত লাভ করিয়াছি, যাহা সাহাবা কেরাম (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক যুগে লাভ করিয়াছিলেন এবং এই মা'রেফাতের ফল, উহা পার্থিব মা'রেফাৎ হউক অথবা রূহানী মা'রেফাৎ হউক, ইহাই হয় যে, তদ্বারা প্রেম সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, যখন মানুষ আল্লাহতায়ার হুস্‌ন ও ইহ্‌সান (সৌন্দর্য ও কল্যাণ) সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, তখন খোদাতায়ালার এই মা'রেফতের ফলে আল্লাহতায়ালার জন্য মানুষের হৃদয়ে সাক্ষাৎ প্রেম সৃষ্টি হয়। সাক্ষাৎ প্রেম অর্থ ঐ প্রকার প্রেম নহে, যাহা দুনিয়াদার মানুষ, যেমন—ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ বা অন্য কোনো দেশের অধিবাসী, তাহাদের অফিসারের প্রতি ললুপ অনুরাগ ও আশক্তি প্রকাশ করে। তদ্বারা যেন কিছু পার্থিব স্বার্থ লাভ হয়। এই প্রকারের এক বৃথা প্রেমও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন খোদাতায়ালার প্রেম মানুষ প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহার আজমত (মহিমা) ও তাঁহার জালাল (গৌরব) সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং নিশ্চিত ভাবে মানুষের সম্মুখে খোদা তায়ালার আজমত ও তাঁহার জালাল, তাঁহার সৌন্দর্য, কল্যাণ ও কৃপা উপস্থিত হয়, তখন খোদাতায়ালার 'পেয়ার' পয়দা হয়। হৃদয়ে 'মহব্বৎ' সৃষ্টি হয়। পূর্বেকার খুৎবায় আমি

বলিয়াছি যে, মানুষের হৃদয়ে যখন আল্লাহতায়ালার এই প্রকার সাক্ষাৎ প্রেম সৃষ্টি হয়, তখন এই প্রেম, যাহা মানুষের হৃদয়ে জন্মে, দুইটি তাকিদ করে। প্রথম এই যে, মানুষ চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার এই প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার কোনো গাফলতী বা ত্রুটীর ফলে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। দ্বিতীয়তঃ মানুষের হৃদয়ে এই আগ্রহের সৃষ্টি হয় যে, সে সেই কাজ করিবে, যাহার ফলে তাহার এই প্রেম এক দিনকার না হয়, বরং আল্লাহতায়ালার প্রেম এবং তাঁহার সন্তুষ্টিও যেন লাভ হয়।

আমি বলিয়াছিলাম যে, ৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ন্যাশনেল এসেম্বলী যে এক ধর্মীয় মীমাংসা করিয়াছে, উহার প্রতিক্রিয়া আহ্‌মদীর দিক হইতে, যাহার হৃদয়ে তাহার স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রেম আছে, এমন হইতেই পারে না যে, উহার ফলে আল্লাহতায়ালার অসন্তুষ্টির আশঙ্কা থাকে এবং এই কথা আমাদিগকে কুরআন করীম শিক্ষা দিয়াছে যে, তিনি কোন্ কথায় নারাজ হন এবং কোন্ কার্যের ফলে মানুষ আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি ও তাঁহার প্রেম লাভ করে। যে সব কার্য সম্বন্ধে কুরআন করীমে বলা হইয়াছে যে, এগুলি করিলে মানুষ আল্লাহ-তায়ালার অসন্তুষ্টি ক্রয় করে, তন্মধ্যে দুইটির উল্লেখ আমি পূর্বে করিয়াছিলাম। (এক) 'জুলুম'। (দুই) 'ফ্যাসাদ'। কারণ কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলেনঃ 'আমি জুলুম পছন্দ করি না।' এবং কুরআন করীমে আল্লাহ-তায়ালা বলেনঃ 'আমি ফ্যাসাদ ভালবাসি না।' সুতরাং, যে কেহ খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে 'জালেম' হয় বা 'ফ্যাসাদকরী' হয়, সে খোদাতায়ালার পেয়ার হাসিল করিতে পারে না, বরং, তাঁহার অসন্তুষ্টি ক্রয় করে। এজন্য আহমদীয়া জমাত এবং আহমদীয়া জমাতভুক্ত বন্ধুগণ, (কতকগুলি মুনাফিক ছাড়া বা একান্তই নব যুবা আহমদী, যাহাদের এখন সহীহ তরবিয়ত লাভ হয় নাই —লক্ষের মধ্যে হয়তো একজন, ইহাদের ছাড়া) অন্য কাহারাও প্রতিক্রিয়া এরূপ হইবে না, যাহা-দের সম্বন্ধে কুরআন আজীমে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, এই কর্ম করিলে আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টি এবং তাঁহার পেয়ার তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং, আমি এই প্রকার দুইটি বদ আমল বা কুকর্ম সম্বন্ধে পূর্বের খুৎবায় উল্লেখ করিয়াছিলাম।

আমি বলিয়াছি, কুরআন আজীম এমন অনেক আমলের কথা বর্ণনা করিয়াছে, যাহা পালন করিলে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হন এবং এমন অনেক আমল বর্ণনা করিয়াছে, যাহা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয় এবং মানুষের জন্য তাহার সেই মহান, পবিত্র, আজমত ও জালালের উৎস, সম্যক উত্তম গুণে গুণান্বিত এবং ও ত্রুটিবিহীন সত্তার প্রেম লাভের কারণ হয়।

আজ আমি সংক্ষেপে এরূপ দুইটি বিষয় নিব, যেগুলির সম্বন্ধে কুরআন করীম বলিয়াছে, তোমরা এগুলি পালন করিলে আল্লাহতায়ালার প্রেম লাভ করিবে। অর্থাৎ, নিশ্চিত জ্ঞান তথা মা'রেফাতের ফলে তোমাদের স্রষ্টা মহান প্রভুর জন্য তোমাদের হৃদয়ে যে প্রেম সৃষ্টি হইবে, তাহা এক তরফা থাকিবে না। বরং আল্লাহ্-তায়ালাও তোমাদের সঙ্গে পেয়ার সুলভ ব্যবহার করিবেন। তোমরা তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করিবে। তন্মধ্যে প্রথম জিনিস হইল 'সবুর'। সুরাহ্ আলে-ইমরানে আল্লাহ্-তায়ালা বলেন:

و الله يحب الصا برين

অর্থাৎ, 'আল্লাহতায়ালা সবুরকারীদিগকে ভালবাসেন'।

এই আয়েতে সবুরের দুইটি দিক উজ্জল করিয়া ধরা হইয়াছে। এই আয়াতেই, যাহার শেষপ্রান্তে বলা হইয়াছে 'ওয়াল্লাহু ইয়ুহিবুস্ সাবেরীন,' ইহার প্রারম্ভে দুইটি কথা বলা হইয়াছে। এক এই যে, আল্লাহতায়ালার পথে যে সকল দুঃখ-কষ্ট মানুষের হয়, তৎফলে মানুষ শিথিল হয়না এবং দুর্বলতার লক্ষণও তাহার মধ্যে জন্মে না। অর্থাৎ, অবসাদ-গ্রস্তও হয়না, অলসও হয়না।

সুতরাং কোরআন শরীফের বর্ণনানুযায়ী মানুষের পরম প্রেমাস্পদ আল্লাহতায়ালা অভাব অনটন, রোগ-ব্যধি, ক্ষয়-ক্ষতি ও কষ্টের দ্বারা তাঁহার বান্দাগণের পরীক্ষা নিয়া থাকেন। উহার ফলে তাহার আমল ও কর্ম-প্রচেষ্টায় কোনই শিথিলতা এবং অনাসক্তি ও অলসতা না জন্মিয়া বরং প্রচণ্ডতার সৃষ্টি হয়। দুর্বলতা ও অসমর্থতার পরিবর্তে শক্তির সঞ্চার হয় এবং তাহার উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বৃদ্ধি লাভ করে। যেমন, বালক-বালিকারা টোনিস বল ও রবারবল নিয়া খেলা করে। (শৈশবে আমরাও তাহা করিয়াছি। এখন সেই বয়স গিয়াছে)। যত জোরে বল মাটির উপর নিক্ষেপ করা হয়, ততই জোরে উহা উর্ধে উঠে। বস্তুতঃ, মানুষ যখন আল্লাহ্তায়ালার প্রেম তাহার হৃদয়ে সৃষ্টি করে, খোদাতায়ালা তাহার পরীক্ষার্থে এবং তাহার সাওয়াব আরো বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহার প্রেমের অধিকতর শোভা প্রকাশার্থে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার এই বান্দাকে আছার দেওয়ার জন্য এই বলিয়া অনুমতি দেন যে, 'ইহাকে জমিনের উপর জোরে মারো'! তাহাকে পটকানোর বা আছাড় দেওয়া হইলে সে এক দুর্বল ঈমান সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় ভূমিতে নিপতিত থাকেনা, বরং যতই জোরে আছড়ানো হয়, ততই সে উর্ধে উঠে এবং আল্লাহতায়ালার নিকটবর্তী হয়। সুতরাং এই আয়াতে সবুরের এক এই অর্থ বলা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন: যে ব্যক্তি আমাকে পেয়ার করে, আমি তাহার পরীক্ষা গ্রহণ করি। তাহাকে বিপদাপন্ন করি। আমার সাথে সত্যিকার পেয়ার ও প্রেম হইয়া থাকিলে এই আজমায়েশ

এবং পরীক্ষার সময় আমার প্রতি তাহার প্রেম প্রকাশে কোন শিথিলতা আসে না এবং আমার সহিত প্রেম-বন্ধনে তাহার কোনো দুর্বলতাও পয়দা হয় না। বরং তাহাকে যতই বিপদ আপদে ফেলা হয় এবং পেষা যায়, তাহার পেয়ার অনুপাতে ততই উদ্দীপ্ত হয় এবং সে এরূপ কাজ করে, যদ্দারা খোদাতায়ালার প্রেম, যাহা সে খোদা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা পূর্বাপেক্ষা কত যে অধিক হয়। তাহার জ্যোতিঃ অধিকতর সুন্দর, তাহার ইরফান (বান্দার হৃদয়ে) অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক মাহাত্ম্যের অধিকারী হয়। সম্পূর্ণ ও সামগ্রিক 'হুস্‌ন ও ইহ্‌সান'—সৌন্দর্য ও কল্যাণ এবং বদান্যতার মালিক তো আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা। কিন্তু তাঁহার গুণাবলীর জ্যোতির্বিকাশ তাঁহার বান্দাগণের নিকট তাহাদের প্রেম ও তাহাদের কার্যানুযায়ী প্রকাশিত হয়। এইজন্যই প্রত্যেক মানুষের নিকট খোদাতায়ালার প্রেমের জোতির্বিকাশ, উহার জল্‌ওয়া একইরূপ হয় না। বরং প্রত্যেক মানুষের নিকট তাহার প্রেম, তাহার কুরবাণী (ত্যাগ), তাহার সবুর এবং অন্যান্য বিষয়, যাহা আল্লাহতায়ালা ভালবাসেন, তদনুপাতে হইয়া থাকে এবং তাহার স্বভাবজ যোগ্যতানুযায়ী হয়। কাহারো যোগ্যতা অল্প, কাহারো অধিক। তদনুযায়ী আল্লাহতায়ালার গুণাবলীর বিকাশ, তাঁহার সিফাতের জল্‌ওয়া হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

ইনডেন্টিং জগতে একটি লব্ধ তিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়লা পড়া, ঢাকা ট্যাঙ্ক রেড, চট্টগ্রাম

ফোন ৮৬৫৩১

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(১৫ই নভেম্বর ১৯৭৪ ঈসাব্দে রবওয়ার মসজিদে আকসায় প্রদত্ত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যাহা হউক এখন আমাদের চক্ষু সেই বস্তু দেখিতে পারিবেনা, যাহা খোদা-প্রাপ্ত লোকদের জন্য পরকালে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) খুব পরিস্কার করিয়া এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এখন আমি ইহা বলিতেছি যে, খোদাতালা এই দুনিয়াতে শুধু মোমেনদিগকেই আত্মিক ও পার্থিব কাজের জন্য বিনিময় দেন না, বরং তিনি রব এবং রহমান হওয়ার দরুন তাহাদিগকেও তাহাদের কাজের বিনিময় দিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাদের সেই প্রচেষ্টা যাহা তাহারা এখনও আরম্ভ করে নাই তিনি তাহাদের সফলতার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াদেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের পার্থিব সকলতার দিকে তাহাদের পার্থিব প্রচেষ্টার ফলে লইয়া যান।

অতএব যে দেশে খোদাতায়ালার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাতনা দিবার মনোভাব অতিমাত্রায় দেখা দেয়, সেই জাতি উন্নতি করিতে পারে না এবং খোদাতায়ালাকে যাহারা চিনেনা এবং তাঁহার জ্ঞান যাহারা রাখেনা, তাহারাও যদি উক্ত নীতি বুঝিতে সক্ষম হয়, (যদি তাহারা ইহাও না বুঝিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালা উক্ত নীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন) কিন্তু নীতি বুঝিতে পারিলে যে, পার্থিব উন্নতির জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট দূর করা যায়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা শোধরাইতে পারে। কারণ প্রত্যেকেই যদি দুঃখী হয়, তাহা হইলে কি ভাবে সে জাতি সমৃদ্ধিশালী হইবে? তাহাদের মুখে কি ভাবে হাসি ফুটিবে? ইহার শুধু ইলাহী জমাতের জন্য ব্যতিক্রম আছে। দুনিয়ার লোকেরা মনে করে তাহারা ইহাদিগকে যাতনা দিতেছে, তথাপি ইহাদের মুখে পূর্ববৎ হাসি ফুটিতেছে। ইহা এই জন্য হয় যে, ইলাহী জমাতের হাসিমুখের উৎস খোদাতয়ালার ভালবাসা এবং তাহার রহমত হইয়া থাকে। পার্থিব কোন বিষয়ই তাহাদের মুখের হাসি ছিনাইতে পারেনা। খোদাতায়ালার ভালবাসা তাহাদের হাসির উৎস এবং খোদাতায়ালার ভালবাসাকে পৃথিবীর কোন শক্তি হরণ করিতে পারিবেনা। দুনিয়া মনে করে যে তাহাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ খোদাতায়ালার ভালবাসায় এমন ভাবে পূর্ণ যে, তাহাদের প্রতিটি লোম-কূপ হইতে উহার স্বাদ এবং আনন্দ বহির্গত হইতে থাকে। অতএব এই দুই আয়াতের তফসীর দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, দুনিয়াতে দুই প্রকারের লোক হইয়া থাকে: প্রথম, যাহারা অপরকে দুঃখ দিয়া আনন্দ লাভ করে। আল্লাহতায়ালা এইরূপ

লোকদিগকে হেদায়েত করিবার উপকরণ সৃষ্টি করুন এবং জাতিকে এই ধরণের মনোভাব হইতে নিরাপদে রাখুন। দ্বিতীয়, সেই শ্রেণীর লোক, যাহারা অপর সকলকেই সুখ ও শান্তি পোছাইতে প্রস্তুত থাকে, আপন পর কিছুই দেখেনা, বরং প্রত্যেককেই শান্তি দিতে চেষ্টা করে। এই জন্য শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে কোন আহমদীকে কোন আহমদী অন্বেষণ করার কোন প্রয়োজন করেনা, বরং শান্তি দিবার জন্য কোন মানুষ, অথবা কোন পশু বা কোন প্রাণী অনুভূতি সম্পন্ন সৃষ্টির প্রয়োজন। পৃথিবী হইতে দুঃখ নিবারণ করা তাহার আদর্শ হওয়া কর্তব্য। যদি খোদাতয়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হয় তাহা হইলে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ যদি সে দুনিয়াতে দুঃখ দিবার কারণ হয়, তাহা হইলে সে খোদাতায়ালার রহমত এবং তাঁহার ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইবে। তৃতীয় কথা আমি এই বুঝিতেছি যে **কোরআন আজীম এক মহান শরীয়ত**। তিনি উহাতে সৃষ্টির অধিকার নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং সংশোধনের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন এইজন্য বলিয়াছেন : بعد اصلاحها সংশোধনের উপকরণ স্বয়ং কোরআন করিম সৃষ্টি করিয়াছে, উহাতে প্রত্যেক মানুষের অধিকার, পশুর অধিকার, প্রাণীজগতের অধিকার প্রাণহীন জগতের অধিকারসমূহের বিবরণ কোরআন করীমে পাওয়া যায়। উহার ফলে এই বিশ্বে ইসলাহ, যোগ্যতা, শান্তি এবং সম্প্রীতির এক পরিবেশ সৃষ্টি হইয়া থাকে। অতএব কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা মানুষকে সম্বোধন করিয়া, তারপর মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, মানবীয় অধিকার নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, মানুষ নিজ অধিকারের পরিবেষ্টনের মধ্যে থাকিয়া অশান্তি হইতে বাঁচিবে এবং এসলাহের অবস্থা সৃষ্টি করিবে। কারণ সীমা অতিক্রম করা উভয় অর্থে যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি, অশান্তির অবস্থা সৃষ্টি করার সমতুল্য। তারপর আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা দোয়া কর, এবং খুব দোয়া কর, যে তোমরা খোদাতায়ালার অসন্তুষ্টি ক্রয় করিওনা। خوفا এই ভয়ে যে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট না হইয়া যান। অধিকারের পরিবেষ্টনের মধ্যে নিজেদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখ, অর্থাৎ নিজের অধিকার অধিক চাহিওনা এবং গ্রহণও করিওনা। অপর কাহারও অধিকার ক্ষুন্ন করিবার সাহসও করিওনা। তোমাদের অন্তরে এই ভয় পয়দা হওয়া চাই যে, যদি এইরূপ করা হয়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা অসন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন এবং আমরা তাঁহার বেহেশত লাভ করিতে পারিব না। আর طمعا এই আশায় যে, যদি আমরা শর্তানুসারে কাজ করি তাহা হইলে মোহসেন অবস্থায় তাঁহার রহমতের অধিকারী হইতে পারিব। প্রকৃত পক্ষে محسن এর অর্থ যাবতীয় শর্তানুসারে উত্তম

কাজ সমাধানকারী শর্তানুসারে যে কাজ হইবে, উহা উত্তম কাজ হইবে। মোট কথা যে ব্যক্তি যাবতীয় শর্তানুসারে উত্তম কাজ সম্পন্ন করিবে সে আল্লাহতাযালার রহমতকে নিকটবর্তী পাইবে। যে ব্যক্তি যাতনার মোকাবেলায় অপরকে শাস্তি দিবার উপকরণ সৃষ্টি করে, সে আল্লাহতায়ালার অধিক ভালবাসা লাভ করে।

অনেক সময় মানুষ বলিয়া ফেলে যে, হাঁ, মানুষ আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে, সেই জন্য আমি তাহার প্রতিশোধ (নিজ বানান আইনানুসারে) লইলে কোন ক্ষতি হইবেনা? আমি এই জাতীয় লোক দিগকে বলি যে, দেখ। কোরআন করীম প্রতিশোধ গ্রহণ করিবারও নীতি তৈয়ার করিয়াছেন এবং উহার জন্য আহ্কাম জারী করিয়াছেন, কোরআন করীম এই কথা বলে নাই যে, তোমরা নিজে খুশীমত যে প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। যথা, কোরআনকরীম এক অতি উত্তম নীতি তৈয়ার করিয়াছে—প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সংশোধন হওয়া। যদি কাহাকেও ক্ষমা করিলে সংশোধন হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হয় নাই, আইন ভঙ্গ করিবার অনুমতিও তোমাকে দেওয়া হয় নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ কিছুটা দীর্ঘ। আমি নীতিগত ভাবে ইহা বলিতেছি যে, নিজে নিজে আইন তৈয়ার করিওনা, কোরআন করীম বলিতেছে তুমি এই ভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিওনা যাহার ফলে তুমি সীমা লঙ্ঘন কর। তুমি কাহারও প্রতিশোধ এই ভাবে গ্রহণ করিও না যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি জুলুম করিয়াছে, উহার প্রতিশোধ লইতে যাইয়া তুমিও আবার তাহার উপর জুলুম কর এবং তাহার অধিকার ক্ষুন্ন হইয়া যায়। এমন কাজ করার খোদা তোমাকে অনুমতি দেন নাই। তুমি প্রতিশোধ লইবার বেলায় ইহা মনে রাখিবে যে, যদি তাহার সংশোধণের আশা রাখ, তাহা হইলে তোমার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া হইলেও তাহার সংশোধন করিবার চেষ্টা কর। তুমি কাহারও সন্তুষ্টি এবং সুখের জন্য নিজের অধিকার কোরবানী করিয়া যাও। অতএব আমাদিগকে কোরআনে আজীমের হেদায়েতের উপর সব সময় চিন্তা করিতে হইবে এবং নিজের কার্যাবলী সেই ভাবে সাজাইয়া লইতে হইবে। ইহাই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে খোদাতালার ভালবাসা এবং তাহার সন্তুষ্টি লাভ করা। তাহার জন্য এই ক্ষুদ্র জীবনে সর্ব প্রকার কষ্ট উঠাইয়া এবং সব রকম কোরবানী করিয়া নেক কাজ পালন করা কর্তব্য, যেন সেই জীবন যাহা সমাপ্ত হইবার নহে উহাতে চির কালের জন্য আমরা সুখ এবং আনন্দ লাভ করিতে পারি, খোদা আমাদের জন্য এই রূপই করুন। (আমীন)।

অনুবাদ: মৌঃ এ, কে, এম, মুহিবুল্লাহ

পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যু একটি জলন্ত ঐশী নিদর্শন

(প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আঃ)-এর লিখিত 'নাজমুল হুদা' নামক আরবী পুস্তকের একাংশের বঙ্গানুবাদ) —মোঃ ছালাহ উদ্দিন খন্দকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লেখরামের ভবিষ্যৎবাণীর নির্ধারিত সময় নিরাপদে কাটিয়া যায়, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি সাধিত হয় নাই। পক্ষান্তরে আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূরনের সময় যখন আসিল, পঞ্চম বৎসরে এইরূপ ঘটিল যে, (আর্য সমাজের বর্ণনানুযায়ী) কোনও আগন্তুক লেখরামের নিকট আসিল। সে নিজেকে লেখরামের মত জাতিতে একজন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিল এবং বর্ণনা করিল যে, কিছু সংখ্যক লোকের প্ররোচনায় সে মুসলমান হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্তনে সে এখন মর্মাহত। ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া তাহার পূর্ব পুরুষের পুরাতন ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার নিকট আসিয়াছে বলিয়াও জানায়। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিদ্রিত বহুলোককে সে জাগ্রত করার সফলতা অর্জন করিয়াছে এবং তাহার খ্যাতি বিদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইরূপ প্রসংশায় এই আগন্তুক লেখরামের তোষামোদ করিতে থাকে। আরো বলে যে সর্বক্ষেত্রে ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইসলামের অসারতা সপ্রমাণে সে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছে এবং এই কারণেই সে (আগন্তুক) বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে তাহার দর্শনের অনুগ্রহ কামনায় তাহার নিকট আসিয়াছে। সে আরও জানায় যে বহুলোক তাহাকে তাহার এই উদ্দেশ্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। তবে এখনও তাহার সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই এমন কতগুলি অমীমাংসিত প্রশ্ন রহিয়াছে। লেখরাম সেইগুলির মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহার দোষত্রুটি মার্জনা করিয়া দিলেই, সে তাহার পূর্ব পুরুষের ধর্মে দীক্ষিত হইবে। ইহাতে লেখরাম লোকটির সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান চালাইল। কিন্তু আল্লাহ্-তায়ালা আগন্তুকের গোপন অভিপ্রায় তাহার নিকট লুক্কায়িত রাখিলেন। লেখরাম তাহার কাহিনী বিশ্বাস করিয়া তাহাকে স্বজাতির লোকই মনে করিল। সে তাহাকে সকল প্রকারের সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করিল। এই নূতন আগন্তুক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং এখন সে হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিতে চায়, এই সংবাদ সে তাহার স্বজাতির নিকট পৌঁছাইল। আগন্তুক কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহা কেহ যাহাতে জানিতে না পারে সেইজন্য সে কখনও তাহার জন্মস্থানের নামোল্লেখ করে নাই। শহরের কোথায় সে বাস করে, কেহ যাহাতে জানিতে না পারে, সেইজন্য সে তথায় গোপনে চলাফেরা করিত। সেই

ভয়াবহ মুহূর্ত না আসা অবধি এইরূপ চলিল। নির্ধারিত দিনের এক সন্দেহাতীত মুহূর্তে সেই আগন্তুক এক বন্ধুর ছদ্মবেশে লেখরামের নিকট আগমন করে এবং তথায় উপস্থিত সকল লোকেরা প্রস্থান না করা অবধি অপেক্ষা করে। অতঃপর সে লেখরামের উপর সম্পূর্ণ পাহারাহীন অবস্থায় হঠাৎ ও দ্রুত আক্রমণ চালায়। সে লেখরামের দেহে একটি ছোরা প্রবেশ করাইয়া তাহার পাঁজর কাটিয়া দেয় এবং এই ছোরা তাহার নাড়ীভুড়ী পর্যন্ত ঢুকাইয়া দেয়। ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহা এক ঈদের পরের দিনই ছিল। তাহার কাজ সম্পাদনের পর হত্যাকারী বাড়ী হইতে সরিয়া পড়ে এবং ফেরেশতার ন্যায় বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। কেহ আর তাহার কোন পাত্তা পায় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে এক রহস্যের আবরণে রাখেন। ইতিমধ্যে আহতাবস্থায় যখন কোন প্রকারে লেখরামের শ্বাসক্রীয়া চলিতে থাকে, তাহাকে এক হাসপাতালে নেওয়ার জন্য সে অনুরোধ করে। তদনুসারে তাহাকে তথায় লওয়া হয়, কিন্তু সেখানে কোন চিকিৎসক পাওয়া যায় নাই। তথায় মর্মবেদনায় সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, "হায় আমার কপাল। আমি কত হতভাগ্য। চিকিৎসকও অনুপস্থিত।" কিয়ৎকাল পরে চিকিৎসক আসিয়া যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু সবই বৃথা, তাহার জীবনের আশা অল্পই আছে বলিয়া চিকিৎসক মত প্রকাশ করিল। মধ্যরাত্র অতিবাহিত হইতেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। স্বর্গীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা স্মরণে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুভরা ছিল বলিয়া আমাকে জ্ঞাত করা হয়। তাহার মৃত্যুতে তাহার স্বজাতি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়ে। কারণ তাহারা একজন অত্যন্ত শক্তিশালী সহচর হারায়। হত্যাকারীকে তল্লাশ করিয়া বাহির করিতে অথবা তাহার খবর লইতে তাহারা গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে অনুসন্ধান চালায়। তাহার কোনও চিহ্ন না পাইয়া তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে এবং এই ঘটনাকে এক স্বর্গীয় রহস্য বলিতে থাকে। ইহাতে তাহাদের মানসিক বেদনা আরও বাড়িয়া যায়, সমস্যাবলী জটিলতর হয় এবং তাহারা পাগল প্রায় হইয়া উঠে। শোকের আতিশায্যে তাহারা হিতাহিত জ্ঞান হারায় এবং তাহাদের গর্ব খর্ব হইয়া যায়। কারণ তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের বিতর্কের খেলায় তাহারা পরাজিত এবং মুসলমানদের মোকাবেলায় হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার মৃত্যুকে সর্ব সাধারণের বিপদ ও জাতীয় দুর্ভাগ্য হিসাবে গ্রহণ করে। তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাহাদের ক্রোধভঞ্জন করার উদ্দেশ্যে তাহারা কতিপয় নেতৃস্থানীয় মুসলমান ব্যক্তিবকে হত্যা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এইরূপ কথাও প্রচার হইতে লাগিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানগণকে রক্ষা করেন এবং তাহাদের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করেন। তিনি তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন এবং

তাহাদের মধ্যে মতবৈষম্যের সৃষ্টি করেন। ফলে তাহারা অকৃতকার্য্য হয় এবং তাহাদের জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে।

আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটাইয়া থাকেন।

তখন তাহারা অন্য প্রকারের মতলব আঁটিল। আমার বাড়ী পর্যন্ত অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহারা কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জানায় কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাহাদের এই অভিপ্রায়ও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করেন এবং তাহাদিগকে লজ্জায় আবনত মস্তক করেন। যখন তাহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাহাদের দেবদেবতা তাহাদের কোনই কাজে আসিল না, তখন তাহারা তাহাদের মধ্যে এক পরামর্শ সভা ডাকিয়া মুসলমানদের সহিত তাহাদের সৌহার্দ্যভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে স্থির করিল। তাহাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করিল, যেহেতু ঘটনার প্রবাহ তাহাদের অনুকূলে নয়, কাজেই মুসলমানদের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই বিজ্ঞোচিত। তাহারা অন্যদিকে প্লেগরোগে আক্রান্ত। হওয়ার আশঙ্কাও করিতেছিল। কাজেই তাহারা মুসলমানদের সহিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে শক্তিশালী প্রভুর পক্ষ হইতে এক নিদর্শন রহিয়াছে। তিনি দুর্বলের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদিগকে তিনি কখনও নিরাশ করেন না তাঁহার আশ্রয় প্রার্থীকে তিনি কখনও দূরে নিক্ষেপ করেন না। সমস্ত প্রসংশা তাঁহার। তাঁহার নিদর্শনাবলী চিন্তা করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে ও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া যায়। এই ঘটনা হইতে সবক আহরণ করিবে এমন ভাগ্যবান কে আছে? ইহা পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিজয় ঘোষণা করে এমন বহু অলৌকিক ঘটনাবলীরই অন্যতম এবং তাঁহার নবুয়তের সত্যতার এক জীবন্ত সাক্ষ্য। হে মানব মণ্ডলী! এই ঐশী নিদর্শনের পূর্ণতা একবার চিন্তা করিয়া দেখ, আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর তাঁহার করুণারাশি বর্ষণ করুন।

উপরে বর্ণিত এই নিদর্শন ছাড়া আরও বহু নিদর্শনাবলী রহিয়াছে, যাহা আমি এই পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় উল্লেখ করিতেছি না। আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে এইরূপ ব্যক্তির জন্য উপরের ঘটনাই যথেষ্ট। কারণ, যে সমস্ত নিদর্শন একজন স্বর্গীয় বার্তাবাহকের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়, তাহা আল্লাহ্‌র সকল প্রেরিত পুরুষের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের হইয়া থাকে। কাজেই আমাকে অস্বীকারের মধ্যে নূতন কিছুই নাই। আল্লাহর প্রত্যেক প্রেরিত পুরুষই তাহার যুগে হিংসা ও বিদ্রুপের পাত্র হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের নিকট অসংখ্য স্বর্গীয় নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঐশ্বরীক সাহায্যের বিশেষ নমুনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তদসত্ত্বেও তাহারা নিদর্শনের দাবী হইতে বিরত হয় নাই। কাজেই সাধু লোকের কর্তব্য হইল অবিশ্বাসীদের পথ পরিহার করা এবং বিশ্বাসীদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা।

(হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ্ মওউদ ও মাহদী মসউদ (আঃ) লিখিত নজমুল হুদা নামক আরবী পুস্তকের একাংশের বঙ্গানুবাদ—মোঃ সালাউদ্দীন খোন্দকার)

দেশ-দেশান্তরের অভিজ্ঞতার আলোকে

—মোহম্মদ খলিলুর রহমান

আল্লাহতালা কুরআন শরীফে বলেছেন: "কাদ খালাত মেন কাবলেকুম সুনান ফাসীরু-ফিল আরজে ফানজুরু কায়ফা কানা আকে-বাতুল মুকাযযেবীন" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তোমাদের পূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাঁর শরীয়ত প্রেরণ করেছেন এখন তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যাবাদীদের পরিণাম কী হয়েছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আল্লাহতালার প্রতি অধিকতর বিনয়ী হওয়ার জন্য দেশ-ভ্রমণের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহতালা আমাকে কিছু দিন আগে এমনই একটি সুযোগ দিয়েছিলেন। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী অফিসের ট্রেনিং এবং অন্যান্য কার্যোপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি এবং ১৬ই ফেব্রুয়ারী অষ্ট্রে-লিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় পৌঁছি। অষ্ট্রেলিয়া অবস্থান কালে ক্যানবেরা ছাড়াও অন্য দুটি অঙ্গ-রাষ্ট্রের রাজধানী মেলবোর্ণ এবং সিডনীতেও বেশ কিছুকাল অবস্থান করি। সিঙ্গাপুরেও কয়েকদিন থাকার সুযোগ হয়েছিল এবং ফেরার পথে কলিকাতা, অমৃ-তশহর ও কাদিয়ান যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই সফরের শুধু একটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনা করা সম্ভব এবং সেই বিষয়টি হলো, প্রাচুর্যের সমস্যাবলী এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের এক ঝলক।

অষ্ট্রেলিয়া খুবই উন্নত দেশ। পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত দেশ সমূহের অন্যতম এই দেশে ধণ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি।

এ দেশের লোকজনের ব্যবহারও খুবই উত্তম। ট্রেনিং উপলক্ষে বিভিন্ন অফিস ও প্রতিষ্ঠানে যেখানেই গিয়েছি সকলের তরফ হতে আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগীতা লাভ করেছি। তাছাড়া হোটেলে, মার্কেটে এবং অন্যান্য স্থানে আশাতীত সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। আর মনে মনে ভেবেছি আমাদের দেশে তথা এশিয়ার খুব কম দেশেই এই ধরণের সুযোগ সুবিধা অথবা সহযোগিতার কথা ভাবতে পারা যায়। তাই বার বার মনে হয়েছে যে, এই উত্তম ব্যবহার যদি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার সংগে মহামিলনের সুযোগ পেতো তাহলে এই পৃথিবীতেই স্বর্গীয় জীবনের প্রতিফলন হতো। কিন্তু যে জিনিসটি লক্ষ্য করে খুবই মর্মপীড়া ভোগ করেছি সেটাই এখন বলবো।

একটি উন্নত দেশের এত সম্পদ, এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ থাকা সত্তেও সকল সমস্যার সমধান হয়েছে কি? অথবা সত্যিকার শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠিত হয়েছে কি? সিডনী থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রায় তিনটি পরিবারের মধ্যে একাটীতে ডাইভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। আর একটি পত্রিকায় জনৈক ডাক্তারের রিপোর্টে অসংখ্য Abortion বা গর্ভপাতের ঘটনার কথা বলা হয়েছে—এবং সেই সব ঘটনা এমন সব সম্পর্কের নারী-পুরুষের দ্বারা সংঘটিত যে তা বর্ণনাযোগ্য নয়। এ ছাড়াও রয়েছে অবাধ মেলা মেশার সুযোগ এবং স্বাধীনতা। এখানে পর্দা-পুশীদা জনিত শালীনতাকে প্রগতির নামে অশালীন বলে মনে করা হয়। এখানে বলড্যান্স, কক্-টেল পার্টী, ক্লাব, রেস্তোরায় এবং অফিসে অথবা মার্কেটে সর্বত্র মেয়েদের পর্দাহীনতার ছড়াছড়ি দেখলে সত্যিই অবাক লাগে। মদ্য-পান, জুয়াখেলা, লটারী এবং রেসখেলা এখানকার নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার। এক ক্লাবে গিয়াছিলাম সেখানকার ক্লাব-লাইফের নমুনা দেখার জন্য জনৈক ক্লাব মেম্বারের সৌজন্যে। সেখানে দেখলাম অনেক বুড়ো লোক, কেউ বসে বসে মদ খাচ্ছে আর খাচ্ছে, কেউ কেউ হয়তো Poker Machine দ্বারা জুয়া খেলছে। শুনলাম সেখানে মাঝে মাঝে ডিনার পার্টী হয় এবং তখন রওনক আরো বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক লোকের সাহচর্যে এসে আরো উপলব্ধি করেছি যে, বৈষয়িকতার প্রবল স্রোতে ধর্মীয় প্রেরণা ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে এসেছে এবং যতখানি আছে তাকে আচার-অনুষ্ঠানের নামান্তর বলা যায় (যদিও ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নয়, কারণ একমাত্র আল্লাহতায়ালাই সর্বজ্ঞানী)। কিন্তু তবুও অনেকেই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বীকার করেছেন যে, পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের প্রলয়ংকরী সম্ভাবনা বিদ্যমান এবং দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তি জীবনে ও পরিবারে অশান্তির দাবানল জ্বলছে যার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে মদ, জুয়া ও অন্যান্য নেশার মধ্যে, ক্লাবে-ক্যাবারে অথবা ক্রমবর্ধমান ডাইভোর্স কেস এবং অ্যাবোরশন কেস, ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সব দেখে অনেকে মনে করেন যে সত্যিকার আদর্শভিত্তিক তথা ধর্মভিত্তিক অথচ প্রগতিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিশ্ব-সমস্যা হতে শুরু করে সকল প্রকার ব্যক্তি-সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই করা সম্ভব এবং নিশ্চয়ই সেই কাজ শুরু হওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের কথাও বলা প্রয়োজন। জনৈক পরিচিত ডাক্তার কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, যে দেশ এত ধনী সে দেশে ঔষধের দোকানে

বিনা প্রেসক্রিপশনে ঔষধ বিক্রি করেনা কেন? ডাক্তার জানিয়েছিলেন যে, বিনা প্রেসক্রিপশনে ঔষধ বিক্রি করা এ জন্য নিষিদ্ধ যে তা না করলে বহুলোক নেশাজাতীয় ঔষধ বা ইনজেকশন নিতো এবং তাতে নানা সমস্যা দেখা দিতো—তাই সরকার আইনের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছেন। দিনের পর দিন এই সব ছোট বড়ো নানা বিষয় গভীর ভাবে লক্ষ্য করেছি আর ভেবেছি, কবে মানুষ সত্যিকার শান্তি-সুখের সন্ধান পাবে, যে সুখ ও শান্তি না শুধু প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে না প্রাচুর্যকে বাদ দিয়ে শুধু অভাব অনাটনের মধ্যে রয়েছে এবং যে সুখ সর্বাবস্থায় অটুট—ধন-সম্পদ থাকুক বা না থাকুক!

বলা বাহুল্য যে ইউরোপ এবং আমেরিকার অবস্থাও একই ধরনের, অন্যদিকে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও কমবেশী এই অবস্থাই বিদ্যমান—আর্থিক অভাব জনিত বাড়তি সমস্যাবলীসহ। কয়েক বছর আগে ইস্তাম্বুলে গিয়েছিলাম একটি সেমিনারে যোগদান করতে এবং সেখানেও দেখেছি অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা, মদপানের ব্যাপকতা এবং পোষাক পরিচ্ছেদের ইউরোপীয় ষ্টাইলের অপূর্ব সাফল্য। কোন কবি বলেছিলেন: 'মুসলমান দর গোর, মুসলমানী দর কেতাব' অর্থাৎ যারা মুসলমান ছিল তারা কবরে চলে গিয়েছে আর মুসলমানী অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম কেতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

পৃথিবীর ধনী দরিদ্র সকল দেশে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে সেগুলো দূর করার জন্য মৌলিক যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো চরিত্রগত উন্নতি। যতক্ষন পর্যন্ত চারিত্রিক উন্নতি ও উৎকৃষ্ট আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় না ততক্ষন পর্যন্ত প্রাচুর্য অথবা অপ্রাচুর্য কোন অবস্থাতেই সত্যিকার সুখ ও শান্তি নিশ্চিতভাবে লাভ করা সম্ভব নয়। আর এই জন্যই চরিত্রগত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহতায়ালা নবী-রসুল, অবতার, প্রোফেট পাঠিয়েছেন যুগের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে। নবী-রসুল অথবা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ব্যতীত জনসমাজের মধ্যে চরিত্রের শিক্ষা এবং আদর্শ আর কেহই স্থায়ীভাবে কখনই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই এবং কখনই তা সম্ভব নয়। যারা বড়ো মতাদর্শের কথা বলেন বা মতাদর্শ প্রচার করেছেন তারা ব্যক্তি-জীবনে সকল প্রকার কলুষতা ও লোভ লালসার উর্দ্ধে উঠতে পেরেছেন কি? যারা দেশ প্রেমের মহামন্ত্রে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বলে নন্দিত তারাই আবার সুইচব্যাঙ্কে কত বড়ো ব্যালেন্স রেখেছেন তার ইতিহাস খুব কম লোকেই জানে! বিদেশে আমাকে বিভিন্ন স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ইসলাম যদি সত্যধর্ম হয়ে থাকে তবে কোথায় সেই ইসলাম আর কোথায় সেই ইসলামী সমাজ অথবা সেই ধরনের সত্যিকার মুসলমান? বলা বাহুল্য যে আমি যদি আহমদী মুসলমান না হতাম তাহ'লে এই প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে পারতাম না। আল্লাহর ফজলে অনেকের সংগেই বন্ধুত্ব হয়েছে এবং আশা করি যে তাদের সংগে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এবং বই পুস্তকের মাধ্যমে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার স্বরূপ কি এবং কিভাবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যক্তি, সমাজ ও পৃথিবী-ব্যাপী এক আমুল পরিবর্তন সাধিত করতে চলেছে ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলন নামক একটি

মহান অথচ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার সুসংবাদ পৌঁছাতে পারবো। যে শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জীবন-ব্যবস্থা আল্লাহতালা কর্তৃক খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে আজ হতে চৌদ্দশত বছর আগে প্রেরিত হয়েছিল তার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রযোজ্যতা সর্বকালের এবং সর্বদেশের জন্য। শুধু মুখের কথায় নয়—কাজে এবং বাস্তবে কিভাবে ব্যক্তি, সমষ্টী ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে সত্যিকার শান্তি ও প্রগতির রাজপথ সৃষ্টি হতে চলেছে তার সামান্য চিত্র বিদেশে বন্ধুদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ব্যক্তিগতভাবে এই সফর হতে আমি নিজে বাস্তব দৃষ্টিতে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যে, যেহেতু আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব সত্য, এবং যেহেতু পবিত্র কুরআনের প্রতিটি বাক্য এবং শব্দ সত্য সেজন্যই পবিত্র কুরআনের মহান প্রতিশ্রুতি "হুয়াল্লাযী আরসালা রাসুলাহু বিলহুদা ওয়া দ্বীনেল হাক্কে লেইউযহেরাহু আলাদ দ্বীনে কুল্লেহী" (সুরা সাফ্য) অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয় ও প্রভাব হযরত মসীহ মওউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের অন্তর্ভুক্ত আহমদীয়া আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল মিথ্যা, অতিবৈষয়িকতা এবং অশান্তি ও অন্যায়ের উপর প্রাধান্য লাভ করবে। অন্যথায় আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই যে মিথ্যাচার ও অশান্তির পথই কুরআন করীমের শিক্ষা অথবা প্রতিশ্রুতির উপর জয় লাভ করতে পারে—আপাতঃ দৃষ্টিতে আজকের পৃথিবীতে যেভাবে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে! নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্যের পূর্ণ-প্রচারের মাধ্যমে মিথ্যা দূরীভূত হবে এবং একমাত্র এই পথেই বিশ্বশান্তি নিশ্চিত হবে।

॥ হুজুরের দোয়া ও সন্তোষ প্রকাশ ॥

গত সপ্তাহে জনাব আমীর সাহেব হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর ১৪।৭ ও ২৮।৭৫ তারিখের দুই খানি পত্র পাইয়াছেন। উহাতে তিনি বাংলাদেশের জামাতের সকল ভাই বোনদের জন্য দোওয়া করিয়াছেন এবং সকলকে দীন ও ঈমানের কাজে সদা উদ্যম ও কর্মশীল থাকিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা ঢাকায় অনুষ্ঠিত গত সালানা জলসাকে কামিয়াব করার জন্য বিশেষ মালী কুরবানী করিয়াছিলেন ও বিভিন্ন খেদমত দিয়াছিলেন. তাহাদের জন্য হুজুর বিশেষ দোওয়া করিয়াছেন এবং যাহারা উক্ত জলসায় যোগদান করিয়া জলসাকে সাফল্য মণ্ডিতয করিয়াছিলেন তাহাদিগের জন্যও তিনি দোওয়া করিয়াছেন। জলসা উপলক্ষে দুইখানি পুস্তকের প্রকাশনায় হুজুর সন্তোষজ্ঞাপন করিয়াছেন।

দোয়ার এলান

রংপুর জেলার অন্তর্গত শ্যামপুর জামাতের মোলবী মোঃ নেজাম উদ্দীন আহমদ সাহেব গত কয়েক মাস যাবত পারালাইস রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার আশু আরোগ্যের জন্য জামাতের বন্ধুদের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

সংবাদ

॥ হুজুরের লণ্ডন সফর ॥

৬ই আগষ্ট, লণ্ডন : হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) রবওয়া হইতে লণ্ডন পৌঁছিয়াছেন। বিমান বন্দরে হুজুরকে সাদর সম্ভাসন জানাইবার জন্য লণ্ডন মসজিদের ইমাম, বি, এ রফিক সাহেব, হযরত চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ খান এবং স্থানীয় জামাতের আরও বহু সংখ্যাক গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তেমনিভাবে বিমান বন্দর হইতে লণ্ডন মিশন হাউসে হুজুর পৌঁছিলে সেখানে বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনায় অপক্ষমান আরও শতাধিক আহ্মদী ভ্রাতা ও ভগ্নি তাঁহাদের প্রিয় ইমামকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং হুজুরের সাক্ষাৎ লাভে পরিতৃপ্ত হন। আবদুল হক নামী এক ব্যক্তি সেই দিনই হুজুরের হাতে বয়েত গ্রহণ করেন। (আল-হামদুলিল্লা)

উল্লেখযোগ্য, হুজুর (আইঃ) বিগত কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হুজুর লণ্ডন গিয়াছেন। বন্ধুগণ হুজুরের পূর্ণ আরোগ্য, কর্মময় দীর্ঘায়ু এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয়ের জন্য বিশেষভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

।। গ্রেটব্রিটেনে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত ।।

উল্লেখযোগ্য যে, গ্রেটব্রিটেনের জামাত আহ্মদীয়ার সালানা জলসা ২৪ ও ২৫শে আগষ্ট ১৯৭৫ তারিখে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

॥ তিনটি বিষয়ে দোয়া ॥

লণ্ডন মসজিদে ৮ই আগষ্ট তারিখে জুমার খোৎবায় হুজুর জামাতকে তিনটি বিষয়ের জন্য দোয়া করিতে বলিয়াছেন :

প্রথম, হুজুর নিজের স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করিতে বলিয়াছেন। যদিও তিনি কয়েক মাস গুরুতর রূপে পীড়িত ছিলেন, তথাপি আল্লাহতা-য়ালার ফজলে তিনি জমাতের অনেক গুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হুজুর যাহাতে জামাতের সকল কাজের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাঁহার দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করিতে পারেন, তাহার জন্য দোয়া করিতে বলিয়াছেন।

দ্বিতীয়, যেহেতু জামাতের মরকয পাকি-স্তানে অবস্থিত, সেই জন্য হুজুর পাকিস্তানের নিরা-পত্তা ও মঙ্গলের জন্য দোয়া করিতে বলিয়াছেন।

তৃতীয়, হুজুর বিশ্বের সকল মানুষের জন্য দোয়া করিতে বলিয়াছেন, যেন তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিরাপদ হইয়া যায় এবং শান্তি লাভ করে।

[লণ্ডন মিশন হইতে প্রকাশিত আহমদীয়া বুলেটিন হইতে সংকলিত]

—আহ্মদ সাদেক মাহমুদ

—০—০—

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বয়াত (দীক্ষা) গ্রহনের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্টকান জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত; বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সল্লোমের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন প্রান, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং ভদ্রতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.